সার-সংক্ষেপ

ব্যয়বহুল এলএনজি'র বিস্তার

বিদেশিদের এলএনজি-সংক্রান্ত স্বার্থ যেভাবে বাংলাদেশের জন্য জলবায়ু ঝুঁকি তৈরি করছে

FOSSIL FREE CHATTOGRAM

ধরিত্রী রক্ষায় আমরা (ধরা)
DHORITRI ROKHHAY AMRA (DHORA)

WATERKEEPERS® BANGLADESH

market forces

সার-সংক্ষেপ

বর্তমানে বাংলাদেশ বেশ বড় ধরনের একটি জ্বালানী সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। উচ্চমূল্যে আমদানিকৃত জীবাশ্ম গ্যাস থেকে তৈরি বিদ্যুতের ওপর অতিনির্ভরশীলতার ফলেই দেশে বেড়েছে লোডশেডিংও।

এমতাবস্থায়, বাংলাদেশের উচিৎ ছিলো অস্থিতিশীল আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারেরি উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে পরিচ্ছন্ন ও নবায়নযোগ্য দেশীয় জ্বালানিকে গুরুত্ব দেয়া। অথচ, তা না করে বিদেশী স্বার্থান্বেষী মহলের প্রভাবে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করার দিকে এগোচ্ছে বাংলাদেশ।

মার্কেট ফোর্সেসের গবেষণায় উঠে এসেছে কীভাবে বাংলাদেশ আরো ৪১ টি নতুন এলএনজি-ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা করছে। এই বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর সম্মিলিত উৎপাদন সক্ষমতা মোট ৩৭.৪ গিগাওয়াট, যা দেশের বর্তমান বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর সক্ষমতার চেয়েও বেশি। এই মহাপরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে নতুন করে সাতটি এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণেরও প্রস্তাব করা হয়েছে।

জাপানের সরকারি প্রতিষ্ঠান জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (জাইকা) ও বিদ্যুৎ-জ্বালানী বিষয়ক থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক ইন্সটিটিউট অফ এনার্জি ইকোনোমিকস জাপান (আইইইজে) যৌথভাবে একটি এলএনজি-ভিত্তিক পরিকল্পনা করেছে, যার নাম হলো ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার মাস্টার প্ল্যান। বাংলাদেশের যেসব বিদেশী কোম্পানি সম্পৃত্ত প্রস্তাবিত এলএনজি-চালিত বিদ্যুৎকেনদ্রো আছে , তার মধ্যে বেশিরভাগই বিভিন্ন জাপানি কোম্পানি। তাছাড়া, মার্কিন কোম্পানিগুলোও এখানে বড় একটি ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশের মানুষের জন্য এই এলএনজি মহাপরিকল্পনা এক ভয়াবহ পরিবেশগত, স্বাস্থ্যগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ঝুঁকি বয়ে আনবে।

প্রস্তাবিত এলএনজি প্রকল্পগুলো নির্মাণে ব্যয় হবে প্রায় ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৩৬ বিলিয়ন ডলার; এবং বাকি ১৪ বিলিয়ন ডলার খরচ হবে এলএনজি আমদানি অবকাঠামো নির্মাণে।

২০৪১ সাল নাগাদ শুধু এলএনজি আমদানি করতে অবস্থাভেদে প্রতি বছর বাংলাদেশের ব্যয় করতে হবে ৭-১১ বিলিয়ন ডলার, যা বর্তমানের জীবাশ্ম জ্বালানি আমদানির তুলনায় দুই-তিন গুন বেশি।

অন্যদিকে, চট্টগ্রামে প্রস্তাবিত এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো মোট ১.৩ বিলিয়ন টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড সমপরিমাণ গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ করবে, যা গোটা বাংলাদেশের বর্তমান বার্ষিক নিঃসরণের ছয় গুন। আর বেশিরভাগ প্রকল্প সৌন্দর্যের লীলাভূমি চট্টগ্রামে প্রস্তাবিত হওয়ায় হুমকির মুখে পড়তে যাচ্ছে প্রাণ-প্রকৃতি আর জীববৈচিত্র্য। সেই সাথে ঝুঁকিতে পড়বে হাজারো কৃষিজীবী-মৎস্যজীবী। ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কায় রয়েছে স্থানীয় পর্যটনশিল্পও।

৫০ বিলিয়ন

প্রস্তাবিত এলএনজি প্রকল্পগুলো নির্মাণে ব্যয় (মার্কিন ডলার)

১.৩ বিলিয়ন টন

চট্টগ্রামে প্রস্তাবিত এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ

গ্যাস-ভিত্তিক এই পরিকল্পনা ও এর পরিবেশগত ক্ষতির ফলে হুমকিতে পড়বে স্থানীয় বনের অন্তত: ২৬টি প্রজাতির পশু-পাখি ও কীট-পতঙ্গ। এদের মধ্যে রয়েছে এশিয়ান হাতি, মেঘলা চিতা ও বনরুইয়ের মতো বিরল প্রজাতির প্রাণিও।

আলোচিত গ্যাসভিত্তিক প্রকল্পগুলো দ্বারা নারীসহ স্থানীয় বাসিন্দাদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে। কারণ আগেও জিই ভার্নোভার সহায়তায় নির্মিত একই ধরনের প্রকল্পে জমি দখল হওয়া সহ বিভিন্ন ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া স্থানীয় বাসিন্দাদের জীবিকার উৎস ধ্বংস হওয়ারও নজির আছে।

এমনিতেই দূষিত বায়ুর দেশের তালিকায় বাংলাদেশ বরাবরই উপরের দিকে থাকে। তার ওপর নতুন এই প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে এখান থেকে নির্গত বিষাক্ত বায়ু দূষণের কারণে দেশে শ্বাসকষ্টের রোগীর সংখ্যা বেড়ে যাবে।

মোদ্দাকথা, কোনোভাবেই এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়া উচিৎ নয়। বরং ৩৬ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে পরিচ্ছন্ন ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে ৬২ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব, যা দেশে বিদ্যমান গ্যাসবিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতার কাছাকাছি, এবং কয়লাবিদ্যুতের চারগুণ হবে। প্রচলিত বয়ান অনুযায়ী, বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানির তেমন কোনো সম্ভাবনা ও সামর্থ্য নেই। অথচ, বাংলাদেশে শুধু নবায়নযোগ্য জ্বালানীর সম্ভাবনা রয়েছে — তাই নয়, বরং ২৪০ গিগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা ও ৩০ গিগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বায়ুবিদ্যুৎ ব্যবস্থা গড়ে তোলার সামর্থ্যও রয়েছে।

বিভিন্ন বিদেশী প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে প্রস্তাবিত এই আমদানির্ভর, ব্যয়বহুল ও দূষণকারী গ্যাসবিদ্যুৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন না করে বাংলাদেশের উচিত দেশীয় ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা। একটি নবায়নযোগ্য জ্বালানী ও বিদ্যুৎ পরিকল্পনা একদিকে যেমন জ্বালানি খাতে প্রতি বছর হাজার হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় করবে, তেমনি নিরাপদে থাকবে দেশের মানুষের জীবন-জীবিকা ও স্বাস্থ্য। সর্বোপরি, সুরক্ষিত থাকবে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা।

FOSSIL FREE CHATTOGRAM

ধরিত্রী রক্ষায় আমরা (ধরা)
DHORITRI ROKHHAY AMRA (DHORA)

WATERKEEPERS® BANGLADESH

market forces